যায়যায়দিন
তারিখ 28 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল সংসদে উত্থাপন

যাযাদি রিপোর্ট

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা-কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করা এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল-২০১২ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে।
সোমবার জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরে বিলটি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।
বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ষষ্ঠ থেকে সমমান শ্রেণী পর্যন্ত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করা এবং ঝরে পড়া রোধসহ সব পর্যায়ে শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এ বছর থেকে চালু হবে। দেশে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার কার্যক্রমকে টেকসই ও স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ আইনটি কার্যকর হলে উল্লিখিত কার্যক্রম স্থায়ীভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিলে ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন প্রধানমন্ত্রী। বোর্ডের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথাও বলা হয়েছে।
উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীকে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
বিলে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বা তার মনোনীত অন্য কোনো মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন। বিলে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি হবেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বোর্ডের সহ-সভাপতি হবেন। বিলে ১৯ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডের কথা বলা হয়েছে। বিলের ১২ দফায় বলা হয়েছে, স্থায়ী ও চলতি তহবিল নামে ট্রাস্টের তহবিল থাকবে। ট্রাস্ট গঠনের পর সরকার যত দ্রুত সম্ভব নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান দেবে।